তারিখ ... 13 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজে বেতন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত সোমবার অভিভাবকদের বিক্ষোভ -ইত্তেফাক

### উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ

# অনিয়ম-দুর্নীতির যত অভিযোগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'নতুন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দুই মাসে উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ লুটপাটের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন আদায় হওয়া অর্থ স্কুল তহবিলে জমা না দিয়ে সভাপতি নিজের কাছে রাখছেন। সব বিল-ভাউচার ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানোর অলিখিত বিধান জারি করেছেন তিনি। বিনা টেন্ডারে চলছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ।' অভিভাবকদের অভিযোগ ও ক্ষোভ, এ রকম বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে একসময়ের দেশের সেরা তিনে অবস্থানকারী উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ নিয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ দায়ের করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও দুর্নীতিম দমন কমিশনেও (দুদক)। মাউশি এর আগেও এক দফা তদন্ত করে বিশদ অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে, যদিও আজো সে প্রতিবেদন জমা পড়েনি। গত সোমবার আকস্মিক বেতন ও ফি বাড়ানোর নোটিস পাওয়ার পর অভিভাবকদের সুপ্ত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিক্ষোভ ও অবরোধের মধ্য দিয়ে। বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদ করায় সোমবার কলেজ স্টাফদের হাতে একজন অভিভাবক লাঞ্ছিতও হন। উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ করেন শত শত অভিভাবক। পরে পুলিশ এসে আলোচনা করে তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলনরত অভিভাবক ও পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত অভিভাবকরা আগের নিয়মেই বেতন ও ফি পরিশোধ করবেন।

### অভিভাবকদের বিক্ষোভে বেতন-ফি বৃদ্ধি স্থগিত

আন্দোলনরত অভিভাবকরা জানান, রোজার মধ্যে বেতন বাড়ানোর গুঞ্জন শুনে তারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রকৌশলী আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, বেতন ও ফি বাড়ানো হবে না। 'কেন আকস্মিকভাবে বেতন-ফি বাড়ানো হলো'— জানতে চাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে সোমবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আমিনুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বেতন ও ফি বাড়ানো হয়েছে।' বেতন-ফি বাড়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এ সময় সেখানে উপস্থিত উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা দেখতে চান। কিন্তু তিনি তা দেখাতে পারেননি।

**সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ :** অভিভাবকরা জানান, সাবেক এক মন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বর্তমান সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দুই মাসে উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ লুটপাটের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। একাধিক অভিভাবক এ বিষয়ে সরকারি তদন্ত দাবি করেন।

অভিভাবক রাশেদুল হুদা বলেন, 'সভাপতি হয়ে প্রকৌশলী আনোয়ারুল ইসলাম বিনা টেন্ডারে প্রতিষ্ঠানটির ক্যান্টিন ৩০ লাখ টাকায় একজনকে বরাদ্দ দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের একটি একতলা পুরনো ভবন বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে তার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির ডায়েরি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি তার পছন্দের শিক্ষক মাওলানা রফিকুল ইসলামের মাধ্যমে ছাপাচ্ছেন।' অভিভাবক রানা পারভেজ বলেন, 'বিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা তহবিলে জমা না রেখে আনোয়ারুল ইসলাম নিজের কাছে গচ্ছিত রাখছেন। তিনি সব বিল-ভাউচার ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানোর অলিখিত বিধান জারি করেছেন। এমনকি সভাপতির ব্যক্তিগত মামলা-মোকদ্দমার খরচও বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে মেটানো হচ্ছে।'

অভিভাবক মাসুদ পারভেজ বলেন, 'বর্তমান চেয়ারম্যান প্রশাসনিক বিধিবিধান না মেনে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে কলেজের কনিষ্ঠ একজন প্রভাষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ কারণে কেন গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে ৩০ জুন পরিচালনা পর্ষদকে শোকজ করেছে মাউশি। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এর জবাব দাখিল করতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি সভাপতি অবৈধভাবে প্রধান শিক্ষক পদে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. নাসির উদ্দিনকে বসানোর পাঁয়তারা করছেন। অথচ প্রধান শিক্ষক পদ কলেজে নেই। কারণ আর দুই মাস পরে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হবে। ঘনিষ্ঠ নাসির উদ্দিনকে প্রধান শিক্ষক পদে বসিয়ে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনী বৈতরণী পাড়ি দিয়ে আবারও সভাপতি হতে চাইছেন তিনি।'

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, '২০০৯ সালে পরীক্ষার্থীদের কোচিং করানোর ২০ লাখ টাকা বিদ্যালয়ে জমা ছিল। শিক্ষকদের প্রাপ্য এ টাকা প্রকৌশলী আনোয়ারের পকেটে গেছে।' টেস্ট পরীক্ষার টাকা নিয়েও একই ঘটনা ঘটেছে।

একাধিক অভিভাবক জানান, সম্প্রতি বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কে বা কারা ৩০ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। এ নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সবার কাছে দাবি করেছেন, তাদের স্বাক্ষর জাল করে এ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সভাপতি বা অধ্যক্ষ রহস্যজনক কারণে এ বিষয়ে কোনো মামলা করেননি। এমনকি থানায় একটি সাধারণ জিডি পর্যন্তও করেননি তারা।

সাধারণ অভিভাবকরা জানান, আনোয়ারুল ইসলাম উত্তরা থানা ১ নম্বর ওয়ার্ড শাখা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সভাপতি। তিনি বিগত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জামানত হারান ও দল থেকে বহিষ্কৃত হন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিস্থিতি খুবই নাজুক। প্রায় দিনই বিভিন্ন শ্রেণির সব মিলিয়ে ৫-৭টি ক্লাস হয় না। এ নিয়ে সভাপতির কোনো তদারকি নেই। তিনি একাডেমিক উন্নয়ন নিয়ে কোনো সময়ই দেন না। আর্থিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

**আকস্মিক বেতন বৃদ্ধিতে ক্ষোভ :** ঈদের বন্ধের পর গত সোমবার স্কুল খোলার প্রথমদিনে বেতন বৃদ্ধির নোটিস পেয়ে অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। চার ঘণ্টাব্যাপী অভিভাবকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলার সময় সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম কলেজ ক্যাম্পাসে আসেননি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে বারবার কল করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।